সমকাল

তারিখ ... 17 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

রাবিতে ছাত্রলীগের দু'পক্ষে মারামারি

সভাপতি রানা বহিষ্কার, রাঞ্জু ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

■ রাজশাহী ব্যুরো

দু'পক্ষের সংঘর্ষের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান রানাকে সংগঠন থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। তার স্থলে রাবিতে ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন সহসভাপতি রাশেদুল ইসলাম রাঞ্জু। গতকাল শনিবার রাতে ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসাইন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মিজানুর রহমান রানা রাশেদুল ইসলাম রাঞ্জু

সাইফুর রহমান সোহাগ বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই কর্মীকে মারধরের ঘটনায় পরোক্ষভাবে জড়িত থাকা ও সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে মিজানুর রহমান রানাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

গতকাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'পক্ষের নেতাকর্মীর সংঘর্ষে অনিক মাহমুদ বনি ও সাকিবুল ইসলাম বাকী আহত হন। এ ঘটনার পর ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে একটি পক্ষ। আহত বনিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।

নগরীর মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) অশোক চৌহান জানান, শনিবার বিকেল ৪টায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি বৈঠক চলছিল। ওই বৈঠকে যাওয়া নিয়ে ছাত্রলীগের দু'পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে বনি নামের এক ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়েছেন। পরে তাকে রামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শের-ই-বাংলা হলের সামনে আগে থেকে অবস্থান করছিল ছাত্রলীগ কর্মী বনি। এ সময় বনি ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান রানাকে নিয়ে কটূক্তি করেন। বিষয়টি নিয়ে সভাপতি রানার অনুসারীরা বনির সঙ্গে কথা বলতে গেলে সেখানে ছাত্রলীগের সহসভাপতি মেহেদী হাসানসহ কয়েকজনের বনির সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে বনিকে তারা কিল-ঘুষি মারতে থাকে। পরে মেহেদী ও তার সহযোগীরা বনিকে রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। এ সময় বনিকে বাঁচাতে গেলে ছাত্রলীগ কর্মী সাকিবুল হাসান বাকীকেও মারধর করা হয়। এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদার বখশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শের-ই-বাংলা ফজলুল হক হল ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

প্রতিবাদে ছাত্রলীগ কর্মী বাকী ও বনির অনুসারীরা বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বিনোদপুর গেটে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে আবারও প্রায় ১৫ মিনিট তারা সড়ক অবরোধ করে অভিযুক্তদের বিচার দাবি করে স্লোগান দিতে থাকে।